

[স্পেশাল কেস ডসিয়ার | প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা ও আইনি অসামঞ্জস্য অভিট]

কসবায় ৯ লাখ টাকা আত্মসাৎ ও আদালতের সাজা ওয়ারেন্ট মাথায় নিয়েও প্রকাশ্যে আসামি: অর্থাভাবে ধুঁকে ধুঁকে বাদীর মৃত্যু, আইজিপি কাছে সন্তানের আকুতি

ক্যাটেগরি: প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা ও আইনি অসামঞ্জস্য অভিট (Forensic Legal Audits & Institutional Accountability) | Kasba Focus | Crimes

প্রতিবেদন সূত্র: স্পেশাল লিগ্যাল ডসিয়ার // কেস ফাইল: BL-2026-LGL-KASBA-NI138

বাইলাইন: স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিভ সেল, ব্ল্যাক লেন্স ২.০ (Black Lens 2.0)

তারিখ ও স্থান: ১৪ অক্টোবর, ২০২৬ | কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৩০-সেকেন্ড এক্সিকিউটিভ ব্রিফ (30-Second Executive Brief)

- **মূল ঘটনা:** দীর্ঘ এক দশক ধরে পাওনা ৯ লাখ টাকা আত্মসাৎ এবং আদালতের এনআই অ্যাক্টের মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা (সাজা ওয়ারেন্ট) থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কসবার গোপীনাথপুর ইউনিয়নের বিশ্বউড়ী গ্রামের মোঃ আনোয়ার হোসেন ভুঁইয়া।
- **আদালতের নথি ও ওয়ারেন্ট:** ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ১ম আদালত কর্তৃক এনআই অ্যাক্ট-১৩৮ ধারার মামলায় (দায়রা মামলা নং-১৪০৪/২৪, সি.আর মামলা নং-২৭/২৪) গত ১৫/১১/২০২৫ইং তারিখে আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয় (সিডিএমএস এন্ট্রি কোড: 18XN7, প্রসেস নং: ১২৭/২৫)।
- **মানবিক ট্র্যাজেডি:** নিজের চিকিৎসার টাকা জোগাড় করতে না পেরে এবং পাওনা অর্থ উদ্ধার না হওয়ায় অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় গত ৭ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে ঢাকার কল্যাণপুর ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান বাদী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান।
- **প্রশাসনিক পদক্ষেপ:** স্থানীয় পুলিশের রহস্যজনক নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষুব্ধ ও শঙ্কিত হয়ে আদালতের সাজা পরোয়ানা কার্যকর করতে গত ০৪/১০/২০২৬ইং তারিখে বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বরাবর সরাসরি লিখিত আবেদন ও অভিযোগ দাখিল করেছেন প্রয়াত বাদীর সন্তান মোঃ সাইফুল ইসলাম।

ঘটনার নেপথ্য ও এক দশকের আর্থিক প্রতারণা

ব্ল্যাক লেন্সের বিশেষ অনুসন্ধানে প্রাপ্ত নথিপত্র পর্যালোচনা করে জানা যায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার পৌর এলাকার ৮নং ওয়ার্ডের শান্তিপাড়ার বাসিন্দা মোঃ ছিদ্দিকুর রহমানের কাছ থেকে ব্যবসায়িক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ৯,০০,০০০/- (নয় লাখ) টাকা ধার নেন উপজেলার গোপীনাথপুর ইউনিয়নের বিশ্বউড়ী গ্রামের মৃত আবু কাহার ভুঁইয়া (রঙ্গু মাস্টার)-এর ছেলে মোঃ আনোয়ার হোসেন ভুঁইয়া (৫৫)।

টাকা নেওয়ার পর থেকেই আনোয়ার হোসেন ভুঁইয়া পাওনা অর্থ পরিশোধ না করে একের পর এক সময়ক্ষেপণ ও তালবাহানা শুরু করেন। বছরের পর বছর ঘুরিয়ে প্রায় এক দশক (১০ বছর) ধরে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ আটকে রেখে ভুক্তভোগী পরিবারটিকে চরম আর্থিক সংকটে নিমজ্জিত করেন তিনি। পাওনা টাকা ফেরত চাওয়ায় বিভিন্ন সময় নানারূপ হুমকি-ধমকি এবং সামাজিক প্রভাবের অপব্যবহারের অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

লিগ্যাল ডসিয়ার ও আদালতের সাজা পরোয়ানা অভিট

টাকা উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে নিরুপায় অবস্থায় ভুক্তভোগী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান আদালতের দ্বারস্থ হন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজ্ঞ আদালতে ১৮৮১ সালের দ্য নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাক্টের (N.I. Act) ১৩৮ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়:

- মামলার বিবরণ: ফৌজদারী কার্যবিধি ৭৫ ধারাসহ N.I. Act ১৩৮ ধারা।
- মামলা নম্বর: দায়রা/বিশেষ ট্রাইং মামলা নং-১৪০৪/২৪ (সি.আর মামলা নং-২৭/২৪)।
- বিচারিক আদালত: বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ১ম আদালত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- ওয়ারেন্টের প্রকৃতি: বাংলাদেশ ফরম নং ৩৯০৫ (হাইকোর্ট ক্রিমিনাল প্রসেস ফরম নং ১২)—সাজা পরোয়ানা / গ্রেপ্তারি পরোয়ানা।
- সিডিএমএস (CDMS) ডাটাবেজ ট্র্যাকিং: Crime Data Management System (CDMS) এন্ট্রিভুক্ত W/A কোড: 18XN71
- কোর্ট পুলিশ প্রসেস নম্বর: ১২৭/২৫, তারিখ: ১৫/১১/২০২৫ইং।

আদালতের নথিতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, মোঃ শাহজাহান মিঞা (বেঞ্চ সহকারী, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ১ম আদালত) এবং কোর্ট পুলিশ পরিদর্শকের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও সিলমোহরকৃত সাজা গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটি কসবা থানায় কার্যকর (তামিল) করার জন্য প্রেরণ করা হয় গত ১৫ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে।

বিনা চিকিৎসায় বাদীর মৃত্যু: একটি পরিবারের নীরব কান্না

আদালতে বিচার চলার সময়ই মারাত্মক শারীরিক অসুস্থতায় পড়েন অসহায় বৃদ্ধ পিতা মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান। পরিবারের একমাত্র সঞ্চিত অর্থ আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়ার কাছে আটকে থাকায় চিকিৎসার ন্যূনতম খরচ জোগাড় করা পরিবারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

অবশেষে পাওনা টাকা ফিরে পাওয়ার আশা বুকে চেপে অর্থাভাবে ধুঁকে ধুঁকে গত ০৭ এপ্রিল ২০২৬ ইং তারিখে ঢাকার কল্যাণপুর ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (Ibn Sina Medical College Hospital) চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মামলার বাদী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান। পরিবারের অভিযোগ—যদি আত্মসাৎকৃত টাকা সময়মতো উদ্ধার হতো, তবে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করে তাদের পিতাকে এভাবে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হতো না।

আইন বনাম দাপট: সাজাপ্রাপ্ত আসামি কীভাবে প্রকাশ্যে?

আদালত কর্তৃক আসামির বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা জারি হওয়ার পর প্রায় ১১ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। পুলিশের অপরাধ তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে (CDMS) ওয়ারেন্ট কোড অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও সাজাপ্রাপ্ত আসামী আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

অভিযোগ রয়েছে, কসবা থানার নাকের ডগায় নিজ এলাকা গোপীনাথপুরের বিশ্বউড়ী এবং কসবা পৌরসভার বিভিন্ন প্রকাশ্য স্থানে নিয়মিত বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই আসামি। প্রকাশ্য হাট-বাজার ও জনসম্মুখে তার নিয়মিত আনাগোনা থাকলেও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাকে 'খুঁজে না পাওয়ার' যে চিরাচরিত অজুহাত তৈরি হয়, তা পুরো বিচার ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে। স্থানীয়দের প্রশ্ন—যেখানে সাধারণ অপরাধীদের গ্রেপ্তারে পুলিশ তড়িৎ তৎপরতা দেখায়, সেখানে একজন সাজাপ্রাপ্ত আর্থিক অপরাধী কীভাবে দীর্ঘ দিন পুলিশের ধরাছোয়ার বাইরে থাকে?

আইজিপি সদর দপ্তরে বাদীর সন্তানের লিখিত আকুতি

পিতার মৃত্যুর পর এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিচার না পেয়ে গত ০৪ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি), পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা বরাবরে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র দাখিল করেন প্রয়াত বাদীর সন্তান মোঃ সাইফুল ইসলাম (৪০)।

আবেদনে তিনি আইজিপির সরাসরি হস্তক্ষেপ কামনা করে উল্লেখ করেন:

"আমার পিতা মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান জীবিত থাকাকালীন সময়ে বাদী হইয়া বিজ্ঞ আদালতে মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলায় বিজ্ঞ আদালত আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন। কিন্তু আসামী আনোয়ার হোসেন ভূঁইয়া দীর্ঘ ১০ বছর টাকা না দেওয়ায় আমার বাবা টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেন। বর্তমানে আদালতের সাজা ওয়ারেন্ট থাকা সত্ত্বেও আসামি প্রকাশ্যে রাস্তাঘাটে ও নিজ

এলাকায় ঘোরাফেরা করিয়া আসিতেছে। আমি সাজাপ্রাপ্ত আসামীকে অনতিবিলম্বে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণের জোর দাবি জানাচ্ছি।"

উক্ত অভিযোগপত্রের অনুলিপি একই সাথে আইন প্রয়োগকারী ও প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলোতে প্রেরণ করা হয়েছে:

1. উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক (ডিআইজি), চট্টগ্রাম রেঞ্জ।
2. পুলিশ সুপার (এসপি), ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
3. মাননীয় সংসদ সদস্য (ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪), আলহাজ্ব মুশফিকুর রহমান।
4. সহকারী পুলিশ সুপার (কসবা সার্কেল), ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
5. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও), কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
6. অফিসার ইনচার্জ (ওসি), কসবা থানা।

প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা ও ব্ল্যাক লেন্সের অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষণ

১. সিডিএমএস এন্ট্রির কার্যকারিতা কোথায়?: পুলিশের ডিজিটাল ডাটাবেজে 18XN7 কোডে ওয়ারেন্ট তালিকাভুক্ত থাকার পরও কসবা থানা পুলিশ কেন আসামীকে গ্রেপ্তার করেনি? এটি কি মাঠপর্যায়ের চরম দায়িত্বহীনতা নাকি কোনো গোপন প্রভাবশালী মহলের অদৃশ্য সুবিধা?

২. আইনের শাসন বনাম প্রভাবশালীদের দায়মুক্তি: আদালত যেখানে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে সাজা পরোয়ানা দিয়েছে, সেখানে মাঠপর্যায়ে তা ঝুলিয়ে রেখে একজন বৃদ্ধ ভুক্তভোগীকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেওয়ার দায় কে নেবে?

৩. জরুরি হস্তক্ষেপের দাবি: পুলিশ সদর দপ্তর ও আইজিপির কাছে পেশ করা এই আবেদন যদি দ্রুত কার্যকর না হয়, তবে আইনের প্রতি সাধারণ ভুক্তভোগী মানুষের আস্থা তলানিতে গিয়ে ঠেকবে।

ব্ল্যাক লেন্স ২.০ এই মামলার পরবর্তী আইনি গতিপ্রকৃতি এবং কসবা থানা পুলিশের গৃহীত পদক্ষেপ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

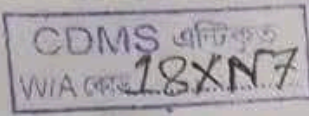


২০
৪/৩৩/২৫
বাংলাদেশ ফরম নং ৩৯০৫
হাইকোর্ট ক্রিমিনাল প্রসেস ফরম নং ১২।

দায়রা/বিশেষ ট্রাইবি মামলা নং ২৪০৪/২৪
জি.আর/সি.আর মামলা নং ২৭/২৪
কামরা থানার মামলা নং
তারিখ
ধারা

শ্রেফতারী ওয়ারেন্ট

মামলা নং ২৪০৪/২৪



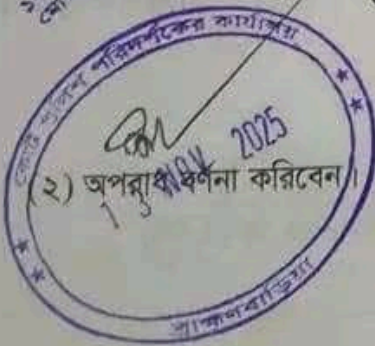
(কৌজদারী কার্যবিধির ৭৫ ধারা।)
N.I. Act - 138



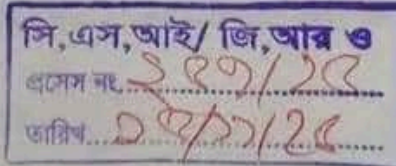
(১) যে ব্যক্তি বা যে সকল ব্যক্তিকে (১)
এই ওয়ারেন্ট তামিল করিতে হইবে তাহার
বা তাহাদিগের নাম ও পদ।

মোঃ মুনোয়ার হোসেন তুহা
-মিতা. আবু কোদর তুহা (বৃদ্ধমাতা)
ব্রাহ্ম + মোঃ বিজ্ঞানজী-
শ্রাব্য: কামরা
হেল্পা: ব্রাহ্মমাতা

মোঃ শাহজাহান মিয়া
হুগু জেলা ও দায়রা জজ
১ম আদালত, ব্রাহ্মমাতা
মোবাইল: ০১৪ ৬৬৬ ৭১২৬২



নিবাসী স্বাক্ষরে
(২) অপরাধের নালিশ হইয়াছে, অতএব আপনার



[অপর পৃষ্ঠায় দেখুন]

তারিখ:- ০৪/১০/২০২৬ইং।

বিশ্ব
টাকা



বাংলাদেশ
কোর্ট ফি

বরাবর,

মহা পুলিশ পরিদর্শক(আইজিপি),

পুলিশ সদর দপ্তর-ঢাকা

স্মার আমার ভুলত্রুটি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন

বিষয়: সাজা প্রাপ্ত ওয়ারেন্টের আসামীকে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করার প্রসঙ্গে।

জনাব,

যথাবিহীত সম্মান পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী মোঃ সাইফুল ইসলাম (৪০), পিতা-মৃত: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, গ্রাম- কসবা শান্তি পাড়া, ৮নং ওয়ার্ড, পৌরসভা- কসবা, থানা-কসবা, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এই মর্মে আপনার সহযোগিতা পওয়ার আশায় মনে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়া জানাইতেছি যে, মোঃ আনোয়ার হোসেন ভূইয়া (৫৫), পিতা-আবু কাহার ভূইয়া (রদু মাষ্টার), গ্রাম-বিষ্ণুউড়ী, ইউনিয়ন- গোপীনাথপুর, থানা-কসবা, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মোবাইল নাম্বার-০১৭১১-৮৪৪৪৪৯, এর নিকট ৯,০০,০০০/- (নয় লক্ষ) টাকা পাওনা। মোঃ আনোয়ার হোসেন ভূইয়া আমাদের পাওনা টাকা দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ না দেওয়ার কারণে আমার বাবা মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান জীবিত থাকা কালীন সময়ে বাদী হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিজ্ঞ আদালতে (ফৌজদারী কার্যবিধি ৭৫ ধারা) NI ACT-১৩৮, দায়রা মামলা নং-১৪০৪/২৪, সি, আর মামলা নং-২৭/২৪, মামলা দায়ের করেন এবং উক্ত মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিজ্ঞ আদালত গত-১৫/১১/২০২৫ইং তারিখে গ্রেফতারী (পরোয়ানা) ওয়ারেন্ট জারি করেন। আমার বাবা গত- ০৭/০৪/২০২৬ইং তারিখে টাকা সংকটের কারণে চিকিৎসার অভাবে ঢাকা কল্যাণপুর IBN SINA MEDICAL COLLEGE HOSPITAL মৃত্যুবরণ করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী ওয়ারেন্ট থাকা সত্ত্বেও সাজা প্রাপ্ত আসামী নিজ থানায় নিজ এলাকায় জনসম্মুখে রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করিয়া আসিতেছে।

অতএব, উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে ও মোঃ আনোয়ার হোসেন ভূইয়াকে গ্রেফতার করে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করার প্রসঙ্গে আপনার সহযোগিতা কামনা করছি।

সংযুক্তি:-গ্রেফতারী ওয়ারেন্ট কপি ও অভিযুক্ত ব্যক্তির ছবি।

অনুলিপি:-

- ১। ডিআইজি, চট্টগ্রাম রেঞ্জ।
- ২। পুলিশ সুপার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- ৩। জনাব আলহাজ্ব মুশফিকুর রহমান, এমপি-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪
- ৪। সহকারি পুলিশ সুপার (কসবা সার্কেল), ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- ৫। উপজেলা নিবাহী অফিসার, কসবা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
- ৬। অফিসার ইনচার্জ, কসবা থানা।

বিনীত

হस्ता: মোঃ সাইফুল ইসলাম

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)

মোবা: ০১৯১২-৮৮৮২৮৮